মেহেরপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সোবহান, সম্পাদক লিজন

আরিফুল ইসলাম সোবহানকে সভাপতি ও বারিকুল ইসলাম লিজনকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

১০ জুলাই মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের প্যাডে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু এবং সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবুর স্বাক্ষরিত চিঠিতে মেহেরপুর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৩৪ সদস্যের আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয় একই সাথে এই কমিটির সদস্যদের ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি যথাক্রমে সোয়েব রহমান, জশিউর রহমান বকুল, আব্দুস সামাদ সোহাগ, নিশান সাবের, কামাল হোসেন জুয়েল, দেলোয়ার হোসেন মিঠু, তারিফুল ইসলাম জীবন, আশিকুর রহমান, সায়েক রহমান শিশির, আলাউদ্দিন এবং মো: মাসুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক উসাইদ আল, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পলাশ, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ আরিফুর রহমান পারভেজ, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মামুন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সুজন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ নাসিমা খাতুন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ জব্বার, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান।

এছাড়া সদস্য হিসেবে পদ পেয়েছেন মো: আল-ফারুক, মো: মাহাফুজুর রহমান রিন্টু, মো: আরিফুর রহমান, মো: সেন্টু বাবু, সুজন আহমেদ এবং আনোয়ার হোসেন।

উল্লেখ্য, ১০ জুলাই সোমবার মেহেরপুরে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে— জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ দেশের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে বিপদ আপদে যে কোনো দুর্যোগে মূহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে দেশ প্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে এই সংগঠনের নেতা কর্মীরা মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার ত্রি—বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুদ্দোজা নগর উদ্যানে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই ত্রি—বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান বাবু। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক খাইরুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, সদস্য আদনান সুমন।

নির্বাচনেও এদেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে সরকার গঠণ করবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন এবং আন্দোলনের সময় স্বেচ্ছাসেবক নেতা কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শেখ হাসিনাকে আবারো ক্ষমতায় বসানো হবে।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজনের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম।

এর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জাতীয় এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া শান্তির প্রতীক কবুতর ওড়ানো হয়।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নাম আহ্বান করা হলে সভাপতি পদে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন প্রার্থীর নাম জমা দেওয়া হয়।

একজন করে প্রার্থী হওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়। এ সময় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থীরা একমত না হওয়াই সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপণ অভিযানের শুভ উদ্বোধন

গাছের মতো উপকারী বন্ধু কোন নাই ছায়াঘেরা গাছের নিচে শান্তি খুজে পাই এই প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের শিক্ষা শান্তি প্রগতি পতাকা বহনকারী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ অভিযানের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন

২০ বছর পর আজ সোমবার ১০ জুলাই মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন। সম্মেলনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসব উচ্ছাস তৈরি হয়েছে। মেহেরপুর শহর জুড়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের বেনার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে। সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছেন। বিকাল ৩টায় শহরের শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ২য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে। তবে দুর্যোগপূণ আবহাওয়া থাকলে প্রথম অধিবেশনও পৌর কমিউনিটি সেন্টারে করার প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী মেজবাউল হক সাচ্চু, অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারাও অংশ নিবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে নতুন কমিটিতে স্থান করে নিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সভাপতি পদে বর্তমান জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জসিউর রহমান বকুল, কৃষক লীগ নেতা রানা নাঈম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন মিঠু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক শোয়েব রহমান সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিবেন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বর্তমান জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা জুয়েল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ থেকে পদত্যাগী নেতা কামাল জুয়েল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন বলেন, সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। জাকজমক পূর্ণ একটি সম্মেলন উপহার দিতে আমরা কাজ করছি।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান বলেন, আশেপাশের জেলা গুলোতে জাকজমকপূর্ণভাবে সম্মেলন করা হচ্ছে। একইভাবে মেহেরপুরেও জাকজমকভাবে সম্মেলন হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত নয়টার সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান সাক্ষরিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্যাডে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।



প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার উদ্দেশ্য এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে ছাত্রসমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নতুন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। উক্ত কমিটিতে পদ প্রত্যাশী ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে আগামী সাত দিনের ভিতরে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কার্যালয় জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বাবু দিলীপ কুমার আগরওয়ালা পথসভা

আগামী সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বাবু দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আলমডাঙ্গায় পথসভা করেছেন।

আজ শনিবার বিকেলে শহরের আল তায়েবা মোড়ে তিনি পথসভা করেন। এতে তার অনুগত নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এর আগে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল কামাল আজাদের নেতৃত্বে বিশাল মোটরসাইকেল শোডাউন নিয়ে বন্ডবিল রেলগেট থেকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য, তারাদেবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বাবু দিলীপ কুমার আগরওয়ালা সাথে নিয়ে আলমডাঙ্গা শহর প্রদক্ষিণ করেন।

পথসভায় দীলিপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ঈর্শনীয় পর্যায়ে পৌছে গেছে। আজ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা নেতৃত্বের কারণে সম্ভব হয়েছে।

উন্নয়নের এই ধারাকে এগিয়ে নিতে আগামী নির্বাচনে আবারো নৌকা বিজয়ী করতে হবে। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গার সাথে আমার নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই শহরে অনেকদিন কাটিয়েছি। এখনও আমি আপনাদের সাথেই আছি। আপনাদের সেবা করার ব্রত নিয়ে আপনাদের মাঝে এসেছি। আপনারা নৌকাকে ভোট দিবেন।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, কেউই একমাত্র নেতা নন। বিকল্প নেতা আছে। আগামী নির্বাচনে নেতার পরিবর্তন করে চুয়াডাঙ্গাবাসীকে দেখিয়ে দিতে আমরা মাঠে নেমেছি।

পথসভায় আলমডাঙ্গা সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ও আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুর রহমানের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পবিত্র কুমার আগরওয়ালা, নিরঞ্জন কুমার আগরওয়ালা, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়ায়েচ কুরুনী টিটু, তারাদেবী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলমগীর শিপলু, জামজামি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বাবলু চৌধুরী, আনিসুজ্জামান জম, আওয়ামীলীগ নেতা মাহবুুবুর রহমান, আবু তালেব, কুতুব আলী, ড. জনি, আবু জাফর, রুহুল আমীন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক আশরাফুল হক, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাইকা, তামিম, সম্রাট, সাব্বির আহমেদ, ইউপি সদস্য জনি, সাবেক ইউপি সদস্য হীরা লাল, রবিউল ইসলাম, মিরাজসহ কয়েকশ নেতাকর্মি।

গাংনীতে তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তাপু মারা গেছেন

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ ওমর আলী তাপু(৪০) নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

তাপু গাংনী উপজেলা শহরের র্যাব ক্যাম্পপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ বন্ধু, বান্ধব রাজনৈতিক সহকর্মী ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

শনিবার সকাল ৭ টার দিকে লিভার সমস্যা জনিত রোগে ভুগছিলেন। তাপু একটি ওষধ কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

শনিবার বাদ জোহর গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তাপুর অকাল মৃত্যুতে গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

আওয়ামী লীগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি জাতীর শ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন। আমরা স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশে বাস করছি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলাদেশ আওয়ামী মহিলা যুবলীগের ২১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সাবেক সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাশিরা পলি, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুথ শোভা মন্ডল, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লতিফন নেছা লতা, সাধারণ সম্পাদক রোজিনা খাতুন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, আমদহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি রেহেনা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক আরিফা খাতুনসহ অন্যান্যরা।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন জাতীর জনকের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে

ভাল আছি, নিরাপদে আছি। প্রতি মূহূর্তে আমরা উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি। নারীদের সংগঠণ যুব মহিলা লীগ শক্তিশালীভাবে কাজ করছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, সারা বাংলাদেশে যুব মহিলা লীগ চমৎকার সুসংগঠিত একটি সংগঠণ। এই সংগঠণটি প্রধান মন্ত্রীর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কাছেও দলটি ইশর্^নিয় সংগঠণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দলটির প্রতিটি ওয়ার্ডে সব বয়সী নারীরা কমিমিতে রয়েছে। তারা প্রধান মন্ত্রীর উন্নয়ন চিত্র সকলের মধ্যে তুলে ধরছেন।

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি র্যালী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ফরহাদ হোসেনের বাড়ির সামনে কেক কাটেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালন করা হয়েছে। ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম। বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয় হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে র্যালিটি শেষ হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন। এ সময় তিনি বলেন, ২০০২ সালের ৬ জুলাই বিরোধী দলে থাকতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একঝাক সাবেক নেত্রীদের নিয়ে যুব মহিলা লীগ গঠন করেন। সেই সময় রাজপথে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি যুব মহিলা লীগের

নেতাকর্মীরা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহসী আন্দোলন গড়ে তোলে দেশব্যাপী সুপরিচিতি লাভ করে।

র্যালি ও আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি-পূর্ণিমা হালদার,

সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত পৌর মেয়র রিটন

নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আবেগ আপ্লত মেয়র মাহফুজুর রহমান বললেন পৌরবাসির ভালবাসা ও সহযোগীতা ছিল বলে আজ আমি সম্মানিত হয়েছি। এজন্য পৌরবাসির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যে আশা আকাংখা নিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে পৌরসভাকে সাজিয়ে তুলবো। আমার আজকের সব অর্জন পৌরবাসিকে উৎসর্গ করলাম। আগামী দিন সুখে দুখে পৌরবাসির পাশে থেকে তাদের ভালবাসার ঋণ শোধ করবো”।

মেয়র এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাবস) এর সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় খুশি—আনন্দিত ও উচ্ছ্বাসিত পুরো মেহেরপুরবাসী। তাইতো নাগরিক সংবর্ধনায় দলে দলে লোক এসেছেন, আর প্রিয় নেতা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সবাই।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর পৌর টাউন হলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে দেওয়া হয় এই নাগরিক সংবর্ধণা। মেহেরপুর পৌর সভার নাগরিকবৃন্দ এই বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

আয়োজনস্থলে মেয়র পৌছানোর আগেই জমায়েত হয় অগনিত নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ ও বিপুল পরিমান নারী। আয়োজনস্থলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন পৌছালে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সমাগত মানুষেরা। ফুল দিয়ে বরণ করেন নেন প্রিয় মেয়রকে।

মেহেরপুর পৌর সভার টিএলসির সভাপতি প্রফেসর নুরুল আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংবর্ধিত মেয়র মো: মাহফুজুর রহমান রিটন।

এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সাবেক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের আরেক সহসভাপতি মো: আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাবি সাবেক ছাত্র নেতা এমএএস ইমন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

যুবলীগ নেতা নিসান সাবেরের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা মফিজুর রহমান, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজিদুর রহমান সাজু প্রমুখ।

এসময় পৌরসভার কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম, বাপ্পী, আব্দুর রহিম, মোস্তাকিম হোসেন, রাজীব আহম্মেদ, সোহেল রানা ডলারসহ সংরক্ষিত নারী সদস্যা, পৌর কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, সমর্থক, নেতাকর্মী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবধির্ত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে পৌর কর্মকর্তা কর্মচারী

এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। এছাড়া অরণী থিয়েটারের পক্ষ থেকে তাকে উত্তোরিও পরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর মেহেরপুর পরিবেশক সমিতি, নারী কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে, অটো চালক সমিতি, ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, পৌরসভা চালক সমিতি, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ,বিভিন্ন ওয়ার্ডের নারীদের পক্ষ, মেহেরপুর তহ বাজার কমিটি, মেহেরপুর জেলা ছাত্র লীগ, সদর থানা ছাত্রলীগ, জেলা যুবলীগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড যুবলীগ, গাংনী থানা যুবলীগ, বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবলীগ, বাস শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান রিটন। এর আগেও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।